০৮-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদের পেশা হল সকলের কল্যাণ করা। আগে নিজের কল্যাণ করো এবং তারপর অপরের কল্যাণ করার জন্য সেবা করো।"

প্রশ্নঃ- ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও কিসের ভিত্তিতে জীবন মূল্যবান হয়?

উত্তরঃ- বাণী এবং কর্মের দ্বারা সেবা। যে বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা সেবা করে না, তার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সেবার দ্বারা সকলের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যে ঈশ্বরীয় সেবা করে না, সে নিজের সময়, শক্তি সবকিছুই অপচয় করে। তার পদও কম হয়ে যায়।

গীতঃ- তুমিই মাতা পিতাও তুমি.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এটা কার মহিমা? ভারতবাসী মানুষেরা তা জানে না। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমরা এখন জেনে গেছ যে এটা কার মহিমা। এই মাতা-পিতার দ্বারা এখন তোমরা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব নিচ্ছ। ওপরে মাতা-পিতা রয়েছেন। বিদ্বানরা শিবলিঙ্গের পূজা করতে দেন না কারণ তারা উল্টোপাল্টা বুঝেছে। বাস্তবে যখন শিবলিঙ্গের পূজা করে তখন তাঁকে মাতা-পিতা বলে মনে করে না। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করার সময়ে তাদেরকে মাতা-পিতা বলে মনে করে কারণ তারা হলেন দু'জন। পাথরের মতো বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বুঝতেই পারে না যে আমরা কার পূজা করি। 'তুমিই হলে মাতা-পিতা' - এটা কার সম্মন্ধে বলা হয়? যেখানেই দু' জনকে দেখে তাদের সামনে এইরকম মহিমা করে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণ তো মাতা-পিতাও নয়, মাঝিও নয় এবং জ্ঞানের সাগরও নয়। তোমরা বাচ্চারাই ভালো ভাবে জানো যে নিরাকার পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। 'তুমিই হলে মাতা-পিতা' - এটা কোনো দেহধারী মানুষের মহিমা হতে পারে না। লৌকিক মাতা-পিতার জন্যও এইরকম মহিমা করা হয় না। ওই লৌকিক মাতা-পিতার কাছ থেকে তো অল্পকালের জন্য কাক-বিষ্ঠাসম সুখ পাওয়া যায়। দ্বাপর এবং কলিযুগ হল দুঃখের সময়। তোমরা এখন বাবার দ্বারা বিচক্ষণ হয়েছ। কাউকে এটা বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। ত্রিমূর্তির চিত্র নিয়ে যাও, ওপরে রয়েছেন শিববাবা। এনার সম্বন্ধেই বলা হয় - 'তুমিই হলে মাতা-পিতা', যিনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব দেন। ইনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন যার দ্বারা আমরা রাজাদের রাজা হয়ে যাই। কে কিভাবে বিষ্ণুপুরী স্থাপন করল, সেটা কেউই জানে না। কেউ তো নিশ্চয়ই স্থাপন করেছিলেন। বাবার পরিচয় পাওয়ার পর বাবার কাছ থেকে বার্থ রাইট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকারও পাওয়া উচিত। বাবার দেওয়া জন্ম-সিদ্ধ অধিকার হল বিষ্ণুপুরী। তিনি নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী পদের প্রাপ্তি করান। রাজযোগ শেখান। বোঝানোর পদ্ধতিও খুব ভালো হতে হবে, যাতে কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারাও তোমরা খুব ভালো জ্ঞান দিতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এরা হল নতুন দুনিয়ার নম্বর ওয়ান মানুষ। এইরকম গায়নও আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। সেটাও স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। যদি কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে কিংবা কারোর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যেতে হয়, তাহলে সেখানেও তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। কিন্তু বাবাকেই যদি স্মরণ না কর, তাহলে সহায়তা পাবে কিভাবে? এমন অনেকেই আছে যাদের মধ্যে জ্ঞান-যোগ কিছুই নেই, তবুও সেন্টার সামলায়। সেক্ষেত্রে বাবা এসে সাহায্য করেন।

কিন্তু যে নিজের-ই কল্যাণ করে না, সে অপরের কল্যাণ করবে কিভাবে? যেমন গুরুরা নিজেরাই মুক্তি পায় না, তাহলে অন্যকে মুক্তি দেবে কিভাবে। বাবা খুব সহজভাবে বোঝান। ত্রিমূর্তির রহস্য এবং নুতন দুনিয়া, পুরাতন দুনিয়ার রহস্যও লেখা আছে। যারা সার্ভিস করে, তাদের বুদ্ধিতে এইসব রহস্য থাকে। কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে, বিছার মতো তাদের বুদ্ধিতে তীর লাগানোর চেষ্টা কর। তোমাদের পেশা হল সকলের কল্যাণ করা। কিন্তু যে নিজের-ই কল্যাণ করেনি সে অপরের কল্যাণ করবে কিভাবে? সার্ভিস তো অনেক রয়েছে। কর্মের দ্বারা সেবাও অনেকজনকে সুখের অনুভব করায়। সকলের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যে বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা সেবা করে না, সে আর এমন কি পদ পাবে। সে তো কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় করে। যেমন ভক্তিমার্গে তোমাদের সময় এবং শক্তির অপচয় হয়েছিল। এমন অনেকেই আছে যারা আধ ঘন্টাও ঈশ্বরীয় সার্ভিস করে না। ভাগ্যে উঁচু পদ না থাকলে তার চাল-চলনও সেইরকম হয়। অনেকে আবার চলতে চলতে পড়েও যায়। তারপর তারা লেখে- বাবা, আমি গর্তে পড়ে গেছি, আঘাত লেগেছে। ওদের লজ্জা পাওয়া উচিত। মল্লযুদ্ধে কেউ হেরে গেলে তার মুখ কালো হয়ে যায়। অন্তিমে যখন ট্রান্সফার হওয়ার সময় আসবে তখন তোমরা সবাই সাক্ষাৎকার করবে যে আমাদের পদ কেমন। কিন্তু তখন আফসোস করে কি হবে? বুঝতে পারবে যে প্রতি কল্পেই এইরকম গতি হবে। বলা হয়- ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিক। কিন্তু এখানে তো ঈশ্বরের মত অনুসারেও চলে না। যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমি কখনো শ্রীমৎ অনুসারে চলব না। পড়াশুনা-ই করে না। নাহলে তো কাউকে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। ছোট বাচ্চাও ছবি নিয়ে বোঝাতে পারবে যে ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, নিশ্চয়ই বি.কে.দেরকেই জ্ঞান দেন। এই উত্তরাধিকার ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যায়। বাচ্চারা যদি এইটুকুও বোঝায় তাহলেই সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাবে। নিচে লেখা আছে - এটা হল তোমার ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। এনারা হলেন জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতা। এই জগৎ মাতাই পরবর্তীকালে লক্ষ্মী হন। এই সময়ে পরমাত্মা এসে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য দেন। এটা হল জ্ঞান মার্গ। তারপর ভক্তিমার্গে দীপাবলিতে লক্ষ্মীর কাছে ভিক্ষা চাইবে। বাবা বলেন, তোমার বাচ্চারা যেখানেই যাবে, সেখানে গিয়ে বোঝাও যে আমরা এটা পড়েছি। আমাদের কর্তব্য হল ঘরে ঘরে গিয়ে বার্তা দেওয়া। আপনি যদি আসেন তাহলে আমরা আপনাকে এই ত্রিমূর্তির চিত্রের বিষয়ে বোঝাব। বাবা বসে এনাকে ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়েছেন। যেমন ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি হয় সেইরকম বিষ্ণুরও দিন এবং রাত্রি হয়। এটা বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। যেকোনো মানুষের কল্যাণ করতে হবে। এটাই হল তোমাদের পেশা - সবাইকে রাস্তা বলতে হবে। যদি দুটো রুটিও পাও, তাহলেই অনেক। মানুষের পেট তো খুব বেশি খায় না। যদি বিচক্ষণ হও তাহলে অল্প টাকাতেই কাজ হয়ে যাবে। এখানে তো এমন কেউ কেউ আছে যারা একটু কিছু ঠিকমতো না পেলেই চলে যাবে। তারা রাজত্বকেও লাথি মেরে দেয়। মাঝখানে যখন বেগরী (চরম দারিদ্র) পার্ট চলেছিল তখন এইরকম পরীক্ষা এসেছিল। অনেকেই চলে গেছে। এর পেছনে কি রহস্য ছিল সেটা তো কেবল শিববাবাই জানেন। কতজন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। নাহলে দুটি রুটি খাওয়ার জন্য কতই বা খরচ হয়। দুটো রুটি খাওয়া আর প্রভুর গুণগান করা অর্থাৎ বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। অনেক ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমি এক সেকেন্ডে তোমাদেরকে জীবনমুক্তির রহস্য বুঝিয়ে দিই। কলিযুগে জীবনবন্ধন রয়েছে। নিশ্চয়ই পরের জন্মে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা সঙ্গমযুগেই জ্ঞান দেন। যদি কেউ ভালো ভাবে বোঝায় তাহলে এটা কেবল এক সেকেন্ডের ব্যাপার। সুন্দর সুন্দর ছবিও বানানো আছে। ত্রিমূর্তির ছবি তো খুবই কমন (পরিচিত), কেবল এর অর্থটাই বোঝেনা। এটাও জানে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, বিষ্ণুর দ্বারা পালন এবং শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হয়। কিন্তু কবে

এসে এই কার্য করেন সেটা জানে না। ব্রহ্মার সন্তানরা নিশ্চয়ই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হবে। তারা জানে যে বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সেবা করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে যে এর ওপর গ্রহণ রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে রাজি হয় না। যেমন কয়েকজন এখানে পড়তে আসেনি। অন্তিমে এরা একেবারেই চলে যাবে। বাবা তো অনেক যুক্তি বলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - বাবা, আমি কি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাব? অমুক জায়গায় যাব...? আরে, তোমাদেরকে তো সব জায়গায় গিয়ে কেবল এই সেবা-ই করতে হবে। ত্রিমূর্তির ছবি নিয়ে তার সম্মন্ধে বোঝাও। ত্রিমূর্তি মার্গও রয়েছে। কিন্তু কেউই এর অর্থ জানে না। এমন অনেক বাচ্চাই আছে যারা সেন্টারে আসে, মুখে তো বলে যে আমরা পবিত্র থাকি, কিন্তু গুপ্ত ভাবে তারা অপবিত্র কর্ম করে। শিববাবা বলেন, আমি হলাম অন্তর্যামী। অনেকেই বিকারের বশীভূত হয় কিন্তু কিছু বলে না। তারা জানেই না যে এর জন্য কত শাস্তি পাবে। বাবা বলেন, ওরা অনেক শাস্তি পাবে। তখন অনুভব করবে যে আমি এই কথাটা গোপন করেছিলাম, এত মিথ্যা বলেছিলাম, তাই এই শাস্তি পাচ্ছি। বাবা বলেন, সময় আসলে সবাইকে নিজের চাল-চলনের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেব যে কতটা পাপ এবং অসত্য কর্ম করেছে। অনেকেই বিকারী কর্মও করে এবং সেন্টারেও আসে। শাস্ত্রতেও ইন্দ্রপ্রস্থের উল্লেখ রয়েছে। এটা কেবল একজনের কথা নয়। অনেকেই এইরকম আছে যারা এখান থেকে যাওয়ার পর শত্রু হয়ে যায়, অবলাদের ওপর অত্যাচার করে। সবকিছুই এখানকার বিষয়। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। এই কল্পবৃক্ষের ছবিটাও ফার্স্টক্লাস। বলো যে আপনারা কেবল এই জ্ঞানটা শুনুন। আমরা আপনাদেরকে নির্বিকারী হতেও বলছি না। কেবল এখানে আসলে আমরা আপনাদেরকে ভাল ভাল কথা শোনাব। আপনি বিয়ের খুশিতে আছেন, কিন্তু আপনাকে তার থেকেও অধিক খুশি করতে পারব। কথা বলার সাহস চাই। গোলার ছবিও খুব ভাল। কয়েকটা বইতেও গোলার ছবি রয়েছে। কেবল আয়ুকে বড় করে দিয়েছে। নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্ধার করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকতে হবে। এমন একদিন আসবে যখন তোমরা চিত্র নিয়ে গিয়ে সবাইকে বলবে যে শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব দিচ্ছেন। শঙ্করের দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। দেবতা এবং অসুরের মধ্যে কোনো লড়াই হয়নি। লড়াই তো যাদব এবং কৌরবদের মধ্যে হয়। ওরা বোমা ফেলবে আর এদের মধ্যে লড়াই শুরু হবে। বিনাশের পর স্বর্গ স্থাপন হবে। কত সহজ ব্যাপার। সবাইকে বলো যে কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। মন্মনা ভব, ব্যাস। আমাদেরকে কিছুই দিতে হবে না। আমরা টাকা পয়সার ভিখারি নয়। টাকা পয়সা আপনার কাছেই রেখে দিন। যুক্তির দ্বারা বলতে হবে। ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। তোমাদেরও বৃদ্ধি হবে। কেউ কেউ বাইরে থেকে খুব ভাল এবং খুব মিষ্টি স্বভাবের হয় কিন্তু অন্তরে ভরপুর অপবিত্রতা রয়েছে। এখানে অন্তরে এবং বাইরে সাফ হতে হবে। শিববাবা সকলের অন্তর জানেন। তিনি বলেন, যে যেমন ভাবনা নিয়ে ভক্তি করে, সে তার ফল পায়। ড্রামাতে এটাই আছে। তাই যখন বাবাকে পেয়েছি তখন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারও পেতে হবে। সার্ভিসের দ্বারাই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও বাবা তো অবশ্যই পুরুষার্থ করাবেন, কখনোই ঢিলেমি দিতে দেবেন না। প্রোজেক্টারের দ্বারাও ভালো ভাবে বোঝানো সম্ভব। সৃষ্টিচক্রের ছবির মধ্যে কত জ্ঞান রয়েছে। বড় বড় মণ্ডপে বড় বড় ছবি রাখতে হবে। যত বড় ছবি হবে তত ভালো ভাবে পড়তে পারবে। বোঝানো খুবই সহজ। এটা হল নরক আর এটা হল স্বর্গ। এটা হল ৮৪ চক্র ঘোরানো। সঙ্গমযুগেই বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এর নামই হল সহজ রাজযোগ, অতি সহজ জ্ঞান। ড্রামা অনুসারে এই কল্পবৃক্ষকে জানতে হবে। বাবা তো চিত্র বানিয়ে দিয়েছেন। স্বর্গে এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল। আর্য এবং অনার্য। আর্য মানে পারস-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং অনার্য মানে পাথর-বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরাই সত্যি

কথা শোনাও। খুব দয়ালু হতে হবে। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সার্ভিস করে দেখাও। কেউ না কেউ ঠিক বেরিয়ে আসবে যে তার জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্তরে এবং বাইরে পরিষ্কার থাকতে হবে। বাবার কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন করা উচিত নয়। সততায় পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে সেবা করতে হবে।

২) নিজের সময়কে সফল করতে হবে। সকলের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বাণী অথবা কর্মের দ্বারা সেবা অবশ্যই করতে হবে। সকলের কল্যাণ করার পেশায় নিযুক্ত থাকতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা সুখময় স্থিতি বানাতে সক্ষম সুখ স্বরূপ হও।

স্থিতির আধার হল স্মৃতি। তুমি কেবল স্মৃতি স্বরূপ হও। তাহলেই যেমন স্মৃতি সেইরকম স্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে। খুশির স্মৃতিতে থাকলে স্থিতিও খুশিময় হয়ে যাবে এবং দুঃখের স্মৃতিতে থাকলে স্থিতিও দুঃখময় হয়ে যাবে। সংসারে তো দুঃখ ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, সবকিছুই চরমে পৌঁছাবে। কিন্তু তোমরা সুখের সাগরের সন্তানরা হলে সর্বদা খুশিতে পরিপূর্ণ এবং দুঃখের থেকে মুক্ত সুখ-স্বরূপ। তাই যা কিছু হয়ে যাক, তোমরা সর্বদা খুশিতে থাক।

স্লোগান:- সময়রূপী খাজনাকে অপচয় না করা - এটাই হল তীব্র পুরুষার্থীর লক্ষণ।